দৈনিক বাংলা

017

তারিখ ... 5.10.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 7 ...

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা

বাংলাদেশে প্রধানতঃ দুই ধরনের কলেজ বর্তমান আছে—সরকারী ও বেসরকারী। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার এই দুই শ্রেণীর কলেজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনের পথে জটিলতা অনেক, সমস্যাও বহু। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি সুবিচারের স্বার্থেই সমস্যা এবং সমাধানের যথার্থতার কথা গভীরভাবে অনুধাবন করে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

বর্তমানে কলেজ শিক্ষা জাতীয়করণ ও সরকারী কলেজ শিক্ষকদের চাকরিবিধি সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

সাবেক পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে বাংলাদেশে মোটামুটি পাঁচটি সাধারণ শিক্ষার সরকারী কলেজ বর্তমান ছিল। এই কলেজসমূহের জন্য সরকারী কর্মকমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োজিত হত। সরকারী কলেজের সংখ্যা স্বল্পতার দরুন শিক্ষকের পদের সংখ্যা কম ছিল। ফলে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রক্রিয়া সংঘটিত হত। কিন্তু ষাটের দশকে সাবেক পাকিস্তান আমলে তৎকালীন সরকার সরকারী কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারী কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণ করেন। সমস্যার জটিলতা ও অবিচারের সূত্রপাত তখনই ঘটে। সাবেক পাকিস্তান আমলে তৎকালীন সরকার স্থির করেন যে প্রাদেশিকীকৃত কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেসরকারী চাকরির মোট সময়ের অর্ধেক, কোন কোন ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ তাদের সরকারী চাকরি বলে গণ্য হবে। এই বিবেচিত চাকরিকাল যাকে এফেক্টিভ সার্ভিস হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় তার ভিত্তিতে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয় এবং অনেকে সে সময়ে প্রাদেশিকীকরণের তারিখ থেকেই উচ্চতর পদে যোগদান করেন। উপরন্তু এই জাতীয় সকল শিক্ষকের সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের ভিত্তিতে সরকারী বেতন স্কেলে তাদের বেতন নির্ধারিত হয়। মোটামুটি এই হলো পটভূমি।

বেসরকারী কলেজ শিক্ষকগণ সরকারী পর্যায়ে প্রবেশ করে যে কোন সুযোগ-সুবিধা লাভ করলে কারোর ক্ষোভ বা আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আপত্তির কথা তখনই আসে যখন এই সুবিধা প্রদান অন্যের অসুবিধার সৃষ্টি করে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে অসুবিধাটা সহজে বোঝানো সম্ভব। কোন ব্যক্তি বেসরকারী কলেজে কার্যরত অবস্থায় সরকারী কর্মকমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে সরকারী কলেজের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপত্র লাভ করলেন। তারই কোন সহকর্মী হয়তো একই ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখে যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হলেন। পরবর্তীতে এই কলেজটি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হলে উক্ত সহকর্মীটি কেবলমাত্র সরকারী কলেজে নিয়োগই লাভ করলেন না, বরং তিনি সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা সিনিয়র বলে গণ্য হলেন এবং অধিক বেতন প্রাপ্ত হলেন। তা হলে যিনি সরকারী কর্মকমিশনের আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে সরকারী চাকরিতে যোগদান করেছিলেন তিনি কি দোষ করেছিলেন? দোষ না করে থাকলে বিনা কারণে তাকে এমন পেছনে পড়ে থাকতে হবে কেন?

তারপরে সাম্প্রতিক অতীতের কথাই ধরা যাক। ১৯৭৮ সাল এবং পরবর্তী সময়ে আরেক দফায় জেলা সদরের মহিলা কলেজসহ প্রধানতঃ সাবেক মহকুমা সদরের কলেজসমূহ জাতীয়কৃত হয়। জাতীয়করণের সময় এইসব কলেজের যেসব প্রভাষকের এফেক্টিভ সার্ভিস আট বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের জাতীয়করণের তারিখ থেকেই পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। আবার কোন কোন প্রভাষকের আট বছরের এফেক্টিভ সার্ভিস জাতীয়করণের এক-দুই বছর পর পূর্ণ হলে তখন তাদের জাতীয়করণের তারিখ থেকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অথচ আট বছরের বা তার কম সময়ের এফেক্টিভ সার্ভিস বিবেচনা করে এসব প্রভাষকের যখন পদোন্নতি হল, তখন পূর্বতন সরকারী কলেজসমূহের অনেক প্রভাষক আট বছরের অধিককালের পেশাগত অভিজ্ঞতা নিয়ে আজও পদোন্নতির দিন গুণছেন। কিন্তু কেন? এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা কে দেবে? এটাই কি ধরে নিতে হবে যে নতুন জাতীয়কৃত শিক্ষকদের স্বার্থের বিনিময়ে পূর্বতন সরকারী শিক্ষকদের আশা-আকাংখা এবং ন্যায্য পাওনা উপেক্ষিত হওয়ার রীতি কার্যকর হবে!

ক্যাডার প্রসঙ্গটিও আলোচনা করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতিককালে সরকারী চাকরিবিধিতে ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন করেছেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগে কর্মরত অফিসারগণ 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস—শিক্ষা' নামক ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন। অনেক বিলম্বে হলেও গেজেটেড পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের ক্যাডার তালিকা প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা হয়েছে। এতে সরকারী নিয়ম ও নীতি অনুযায়ী সরকারী চাকরিতে প্রথম যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে কলেজ শিক্ষকদের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ক্যাডার তালিকা সম্পূর্ণ বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত সরকারী নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কি কারণে জানি না, এই তালিকা আজো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত বা বিতরিত হয়নি। ইতিমধ্যে কোন কোন মহল থেকে দাবী উত্থাপন করা হচ্ছে, নতুন জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকদের বেসরকারী চাকরির অর্ধেক এবং ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ণ সময়কাল ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই দাবীর যুক্তিহীনতা এবং অসঙ্গতি দুটি প্রশ্ন বিবেচনা করলে পরিষ্কার হবে বলে মনে করি।

প্রথমতঃ ক্যাডার তালিকায় কোন অফিসারের সরকারী চাকরিতে প্রথম যোগদানের তারিখ উল্লিখিত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সিনিয়রিটি নির্ধারণের এটাই মূল ভিত্তি। এখন কোন শিক্ষকের বেসরকারী চাকরির কর্মকালের অংশবিশেষের সংযোজনের অর্থ হচ্ছে তার সরকারী চাকরিতে যোগদানের তারিখ পিছিয়ে দেয়া এবং এই কল্পিত তারিখটি হবে এমন একটি দিন যখন তার কলেজটি ছিল সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ কিভাবে সরকারী চাকরিতে যোগদানের তারিখ বলে গণ্য হতে পারে আমরা উপলব্ধি করতে অক্ষম।

দ্বিতীয়ত, বেসরকারী চাকরির কর্মকাল ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করার রীতি প্রচলিত হলে সরাসরি কর্মকমিশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা দিনে দিনে সিনিয়রিটির পরিবর্তে জুনিয়রিটি অর্জন করতে থাকবেন। বর্তমানে কোন শিক্ষক ক্যাডার তালিকার যে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করছেন, জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষকদের এফেক্টিভ সার্ভিস সংযোজিত হলে তা স্বভাবতঃই নীচের দিকে স্থানান্তরিত হবে। ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যায়ে হয়ত আরও কলেজ সরকার অধিগ্রহণ করবেন। তখন এই ক্রমিক নম্বর আবারও নিম্নমুখী গতি লাভ করবে। সম্ভবতঃ আইনের দৃষ্টিতে এই রীতি বৈধ হতে পারে না।

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের অনেকের চতুর্দিকে যে সব সমস্যা বর্তমানে আবর্তিত হচ্ছে তার কয়েকটি এখানে আলোচিত হল। আমরা সঙ্গতভাবেই আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গভীর আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যাতে সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষকেরই স্বার্থ রক্ষা হয়—কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

—আবিদুর রহমান